COMPILED & CIRCULATED BY
DR. NILANJANA BHATTACHARYYA
ASSOCIATE PROFESSOR, DEPT. OF BENGALI, NARAJOLE RAJ COLLEGE

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (আখেটিক খণ্ড)
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

আলোচনা – ৭ ঃ কবি মুকুন্দের কাব্যে আধুনিকতা তথা অভিনবত্ব

কবি মুকুন্দের কাব্যে আধুনিকতা তথা অভিনবত্বের দিকগুলি হল ঃ

কবিকঙ্কণের আধুনিক মন ও জীবনবোধের গভীরতা গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের ধারায় তাঁকে সজীবতা দিয়েছে। এই সজীবতার মূলে রয়েছে কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট অনন্যতা, তাঁর রচিত কাব্যের অবিস্মরণীয় বিশিষ্টতা। কবি প্রচলিত সাহিত্যধারা থেকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু আহরণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করেন নি। প্রচলিত কাব্য প্রসঙ্গকে গ্রহণ করলেও আধুনিক জীবনবোধের দিক থেকে তাঁর কাব্যকে সাজিয়েছেন। কবিকঙ্কণের প্রতিভার যাদুস্পর্শে অজস্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতো তাঁর কাব্যের অকাল-বিয়োগ ঘটেনি। বরং সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য মহিমায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যাকাশে তাঁর কাব্যটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো প্রদীপ্ত রয়েছে। এখানেই তাঁর কাব্যের অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা ও অভিনবত্ব।

সেই অভিনবত্ব ও আধুনিকতার স্বরূপ কবির কাব্যে কতখানি তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সমালোচক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন —'কাব্যটির আধার তৈরী হয়েছে দেবী চণ্ডীকে ঘিরে, আর আধেয় হচ্ছে সজীব বাঙালীর গৃহজীবন।... চণ্ডীমঙ্গলের আকর্ষণ কাব্যটিতে পরিব্যাপ্ত বাঙালীর জীবনরসের জন্যে। এখানেই মধ্যযুগের কবি হয়েও মুকুন্দ স্বতন্ত্র। এটি যে জীবনকে নানা কোণ থেকে দেখা, জীবনের উষ্ণতাকে উপলব্ধি করা, রূঢ় বাস্তবতার স্বরূপ উদঘাটন করা –এখানেই কবির আধুনিকতা।'

(এক) মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের মতো গতানুগতিকভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তী ঘটনা বিবৃত করেননি। আখ্যায়িকা উপস্থাপনে ও ঘটনা বর্ণনায় তিনি অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি কখনো ঔপন্যাসিকের মতো, কখনো বা নাট্যকারসুলভ। ঔপন্যাসিকের বাস্তবতাপ্রীতি, পর্যবেক্ষণ কুশলতা, অভিজ্ঞতাপরায়ণতা, মনস্তত্ত্বশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

ব্যাধ কালকেতু কাননে পশু শিকার করতে গিয়ে কোন পশু না পেয়ে কালকেতুর মানসিক অবস্থা যেন একজন আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলে ঃ

দুঃখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি আসে।
কি বলিয়া দাণ্ডাইব যেয়্যা তার পাশে।।
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি।
শ্বশুর ঘরের ধান্য ধারি দেড় আড়ি।।
কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার।।
বিষম সম্বল চিন্তা মহাবীর লাগে।
একচক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে।।

কালকেতু সংসারী মানুষ। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে দিন আনে, দিন খায়। এভাবেই সুখে-দুঃখে চলে যায় দিনগুলি। কিন্তু যখন পশু না পেয়ে কালকেতু চিন্তিত হয়, তখন তার প্রথমেই মনে আসা উচিত ফুল্লরার কথা এবং তারপর অন্যান্য অভাবের কথা। তাকেই স্পষ্ট করে চিত্রিত করার জন্য কবির নিখুঁত আধুনিক মনস্ততত্ত্বের প্রয়োগ —'একচক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে।' এতো চিরকালের কথা। মানুষের যখন জীবিকাতে টান পড়ে, তখন তো তা-ই হয়।

ধনপতির উপাখ্যানে, আখ্যায়িকার উপস্থাপনে ও ঘটনার সুচারু সমন্বয়ে কবিকঙ্কণ অভিনবত্বের পরিচয় রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কখনো ঔপন্যাসিকের বাস্তবতাকে এনেছেন, আবার কখনো নাটকের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমনকি নাট্য সিচুয়েশন সৃষ্টি করে কাহিনীর মধ্যে চমক এনেছেন। তাই অলৌকিক দেব আশ্রিত ঘটনাও হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য ও অপরিহার্য। যেমন, ধনপতির পায়রা ওড়ানোকে কেন্দ্র করে যে কাহিনীর সূত্রপাত সেই কাহিনীতে স্বাভাবিকভাবে এসে গিয়েছে ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে সতীন সমস্যা রূপ সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন দিক। আবার ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনার চণ্ডীপূজার ঘট স্থাপনকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কাহিনীর গতি নির্ধারিত হয়েছে। এমনকি বিবাহের খবর রাজাকে ঝানাতে গিয়ে রাজার নির্দেশে যেতে হয়েছে

সিংহলে। সুতরাং নিছক পায়রা ওড়ানো রূপ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর ধারা সামাজিক থেকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে শ্রীমন্ত ও তার গুরুর বাক্‌বিতণ্ডা রূপ ঘটনা পরবর্তী কাহিনীর ধারাকে গতিদান করেছে। কারাগারে ধনপতি ও শ্রীমন্তের কথোপকথনের মধ্যে দেখা দিয়েছে নাটকীয়তা। ধনপতির কারাগারে বন্দী হওয়ায় যে কাহিনীর জট সৃষ্টি হয়েছিল তা দেবতার হস্তক্ষেপে গ্রন্থিমোচন হলেও শেষ পরিণতি কি হবে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পেরেছেন কবিকঙ্কণ। অপরদিকে কাহিনীকে গতি দেবার জন্য লৌকিক কাহিনীর মধ্যে সুকৌশলে পৌরাণিক কাহিনী সন্নিবেশ করেছেন। যেমন শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার সূত্রে সাগরে ডিঙা এলে সেই কাহিনীর সূত্রে অবলীলাক্রমে কবিকঙ্কণ শুনিয়েছেন — সগর বংশের ধ্বংস, গঙ্গামাহাত্ম্য, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, সেতুবন্ধ তথা সেতুভঙ্গ রূপ ঘটনার কথা। ফলে মূল কাহিনীর মধ্যে অভিনবত্ব সঞ্চারিত হয়েছে।

(দুই) আধুনিক জীবন দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। কবি মুকুন্দের কাব্যেও আধুনিক জীবনসুলভ নাটকীয় দ্বন্দ্বসংঘাত, বিস্ময়, উৎকণ্ঠা কিম্বা কৌতূহলের নিপুণ প্রয়োগ লক্ষণীয়। ছদ্মবেশিনী দেবীকে ঘিরে ফুল্লরা ও কালকেতুর মনে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়েছে তাতে রয়েছে অভিনবত্ব। যেমন ঃ

হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়্যা বীরে।
যদি বীর বলে যাব স্থানান্তরে।। (‘ফুল্লরার প্রতি চণ্ডী’)

ধনপতির আখ্যানে ধনপতি মধ্য যুগের আর পাঁচটা পুরুষের মতোই চেয়েছিল দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে, কিন্তু সেই বিবাহকে কেন্দ্র করে এত সমস্যা সৃষ্টি হবে তা তিনি জানতেন না। কিম্বা কে-ই বা দেবতার লীলা বা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিল না মধ্যযুগে, কিন্তু সেই অলৌকিক দৃশ্য (কমলেকামিনী) দেখে রাজাকে বলার জন্য এবং তা আবার রাজাকে না দেখাতে পারানোর জন্য কারাগারে যেতে হবে তা ধনপতি কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। কিম্বা খুল্লনা তো জেনে শুনেই সতীনের সঙ্গে সংসার করতে এসেছিল। কিন্তু এভাবে তাকে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে পড়তে হবে, যেখানে তার অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে — এটা সে কখনো ভাবেনি। এই যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করার কৌশল কবিকঙ্কণের ছিল। তাই সরলরৈখিক কাহিনী পেয়েছে জটিল কাহিনীর মর্যাদা এবং তার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম উত্থান-পতন রূপ নাটকীয়তার রূপ।

(তিন) আধুনিক সাহিত্যে আধুনিক জীবন সমস্যার রূপায়ণ বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। সামাজিক সমস্যা মুকুন্দের কাব্যে জীবন্তরূপে চিত্রিত হয়েছে। যেমন সতীন সমস্যা মধ্যযুগের একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা যা চিত্রিত হয়েছে 'কালকেতুর প্রতি ফুল্লরা' অংশে ঃ

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।।

সপত্নী সমস্যার রূপায়ণেও কবিকঙ্কণ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বল্লাল সেনের যুগের কৌলীন্য প্রথার বলি হয়েছে কত অসহায় নারী। সপত্নী সমস্যা তাই বাংলার চিরন্তন সমস্যা। সেই সমস্যাকে করুণ মধুর করে এঁকেছেন কবিকঙ্কণ — তাঁর ধনপতির কাহিনীতে। কালকেতুর কাহিনীতে যার প্রকাশ ছিল সহজ সরল, তাকেই তীব্র রূপ দিয়েছেন ধনপতির কাহিনীতে। স্বামীর অবর্তমানে জাল চিঠি রচনা করে, কিম্বা দুর্বলা দাসীর কূট অভিসন্ধি চরিতার্থ করবার বাসনার দিক থেকে সতীন সমস্যা অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে তুলে ধরা হয়েছে এই কাহিনীতে। যে হলনা সামান্য 'পাটশাড়ী' ও গহনা এবং স্বামীর মিষ্ট বাক্যে প্রতারিত হয়ে ধনপতিকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছিল সেই লহনাই পরে বুঝতে পারে — সে কি ভুল কাজ করেছে। তাই লীলাবতীর কাছে লহনা বলে ঃ

দিনে থাকি ভাল রাত্রি হয় কাল
দুঃসহ বিরহ ব্যথা।
এরূপ যৌবনে দারুণ সতিনে
ওই সনে মন-কথা।।

সতীন সমস্যারূপ অগ্নিতে ঘি দেয় দুর্বলার অভিসন্ধি। তার রূপায়ণেও কবিকঙ্কণ অনবদ্য। যেমন দুর্বলা বলে ঃ

যেই ঘরে দু-সতিনে না হয় কন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল।।

(চার) চরিত্র-চিত্রণের মধ্যেও রয়েছে আধুনিকতা ও স্বাতন্ত্র্য। পরিচিত চরিত্রসমূহ কবিকঙ্কণের প্রতিভাস্পর্শে অভিনব হয়ে উঠেছে। দেবচরিত্র চিত্রণে তিনি কল্পিত কোনো উপাদানের সহায়তা গ্রহম করেননি। বরং মর্ত্যের মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মান-অভিমান, লোভ-ঈর্ষা প্রভৃতি বৃত্তিতাড়িত হিসেবেই তাঁদের দেখিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায় সর্বত্রই বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং যার তুলনা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে খুব কম আছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন। কালকেতু আদিম বন্য ব্যাধ–নায়ক। গ্রাম্য বর্বরতা ও গ্রাম্য সারল্য তারই চরিত্রে বর্তমান। ফুল্লরা তার যোগ্য সহচরী, স্বামীগতপ্রাণা পত্নী। ভাঁড়ু দত্ত শঠ ও ধূর্ত-কায়স্থ কুলতিলক। মুরারি শীল বণিক সমাজের চিরকালের প্রতিনিধি। বাণ্যানীও তার যোগ্য পত্নী। মহাদেব আত্মভোলা, ভোজনবিলাসী, দরিদ্র গ্রাম্য গৃহী। গৌরী তাঁর কলহপরায়ণা অথচ পতি-দরদিনী স্ত্রী। ইন্দ্র স্নেহাতুর পিতা, স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি। চরিত্রের নিখুঁত মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে চরিত্রগুলি মধ্যযুগের মাটি থেকে আধুনিক যুগের মহাকাশে অবলীলাক্রমে স্থান পেয়ে যায়।

চরিত্রের ‘আঁতের কথা’কে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণ ধনপতির কাহিনীতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পরিচিত চরিত্রসমূহ কবিকঙ্কণের প্রতিভাস্পর্শে অভিনব হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সহানুভূতি ছিল বলেই কবি চরিত্রের মনের গহনে ডুব দিয়েছেন এবং চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও শাশ্বত রূপ দিতে পেরেছেন। তাই দুর্বলা দাসী যেমন রামায়ণের মন্থরার নবসংস্করণ আবার তেমনই আধুনিক যুগের ঠকচাচার দোসর এবং হীরামালিনীর পূর্বসুরী। হলনাও জীবন্ত চরিত্র। বিগত যৌবনা, বন্ধ্যা নারীর মনস্তত্ত্বকে যেভাবে লহনার মধ্যে কবিকঙ্কণ রূপ দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনব। খুল্লনার প্রেম, ভালবাসা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধৈর্য, নিষ্ঠা, সহনশীলতা যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে খুল্লনা একজন অসহায়া, অত্যাচারিতা নারীর প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠেছে। চণ্ডীর প্রতি খুল্লনার এই উক্তিতে ঃ

পুত্রবর চাব কিনা স্বামী নাহি ঘরে।
কি করিব ধন বহু আছয়ে ভাণ্ডারে।।

—নারীর মর্মকথাটি অকপটে ব্যক্ত হয়েছে। সত্যিই তো, নবপরিণীতা বধূর কাছে স্বামী নেই। এর চেয়ে বড় আক্ষেপের বিষয় আর কি হতে পারে ? তাই নারীর পুত্রবর কামনা, অলংকার, কামনা, তার কাছে নিরর্থক হয়ে পড়ে। সেজন্য খুল্লনা দেবীর কাছে যে বর চায় তার মধ্যে বাঙালি নারীর ঐকান্তিকতা, ভক্তি ও বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত হয়। যেমন ঃ

যদি বর দিবা মাতা সেবকবৎসলে।
অনুক্ষণ রহে মন তব পদতলে।।

(পাঁচ) ঔপন্যাসিক নৈর্ব্যক্তিকতা আধুনিক সাহিত্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য কবিকঙ্কণের কাব্যে বর্তমান। কবি নিজে জীবনে দুঃখ পেলেও কাব্যে কোন দুঃখবাদের পরিচয় নেই, কবিও দুঃখবাদী নন। তার কারণ দুঃখের বর্ণনা জীবনরসসিক্ত হয়ে উঠেছে। যেমন পশুদের ক্রন্দন ও বিলাপের মধ্যে একটু লক্ষ্য করলেই তৎকালীন শোষিত মানুষের করুণ ক্রন্দনের সুরটুকু শোনা যায় ঃ

প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।।

সামন্তশ্রেণির অত্যাচারে অত্যাচিরিত তৎকালীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মর্মকথাকে নিস্পৃহ উদাসীনতায় ব্যক্ত করেছেন কবি ঃ

উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।

এই বরা্ণনার সময় একদিকে যেমন দুর্বলের করুণ অসহায় রূপটি চোখের সামনে প্রকাশিত হয় তেমনি জীবনরসিক মুকুন্দের স্বচ্ছ পরিহাস তরল জীবনদৃষ্টির বিদ্যুৎ দুঃখের বর্ষার মধ্যেও ঝিলিক দিয়ে উঠে। আর এখানেই কবিকঙ্কণের আধুনিকতা তথা অভিনবত্ব।

শ্রেষ্ঠ কবির মতো কবিকঙ্কণ তাঁর সমকাল থেকে কাব্যের উপাদান যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি আধুনিক কবির মতো তিনি ভাবী কালকেও প্রভাবিত করেছেন। তিনি যুগ যুগ ধরে অভিজ্ঞতায় দেখেছেন নারীকে হতে হয় পুরুষ শাসিত সমাজে অত্যাচারের বাহন। দ্রৌপদীকে হতে হয় পাশা খেলার বাজি, টাকার অঙ্কে নারীর সতীত্ব যাচাই হয়। কবিকঙ্কণ দেখিয়েছেন খুল্লনার সতীত্ব

পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজের সমাজপতিদের অর্থগৃধ্নুতা, নীচতার পরিচয়। বণিকরা ধনপতির বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারে, যদি ঃ

খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি হয় সতী।
তবে নিমন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি।।

এমনকি, খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষা দেবার পরও সমস্তই খুল্লনার ছলনা মনে করে তারা ঃ

কহেন মাধবচন্দ্র এসব কপট ধন্ধ
বারিলে অনল হয় জল।
তঙ্কা দেহ এক লাখ ঘুচিবে সকল পাপ
পরীক্ষায় নাহি কিছু ফল।।

লহনা যাতে খুল্লনাকে জব্দ করতে পারে সেজন্য ধনপতির নামে জাল চিঠি রচনাও সে যুগের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। সতীন সমস্যাকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণ অত্যন্ত সচেতনভাবে জার চিঠি রচনা, বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহ প্রভৃতি প্রসঙ্গ এনে সমকালীন সমাজের সমস্যার গভীরে ডুব দিয়ে সমস্যাকে বাস্তবরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

(ছয়) অসাম্য বা অসঙ্গতি থেকেই জন্ম নেয় কৌতুক। এই কৌতুকপ্রবণতা কবিকঙ্কণের কাব্যে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। অসঙ্গতি সব সমাজেই থাকে, কিন্তু সেই অসঙ্গতিকে প্রকাশ করবার যে মানসিকতা ও রুচি তার মধ্যেই আধুনিকতা – যা কবিকঙ্কণের কাব্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কবির জীবনরসিক শিল্পীমন পশু চরিত্রে মানবীয়তার আরোপে যেমন কৌতুকবোধ করে, তেমনি মেনকা ও গৌরীর কলহে কিংবা শিব-শিবানীর মনান্তর প্রসঙ্গে অথবা মুরারি শীলের বর্ণনাতেও কৌতুকের আশ্রয় গ্রহণ করে। কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিবাহ প্রস্তাব আনয়নকারী সোমাণ পণ্ডিতের উক্তিটি যেন চিরকালের ঘটকের উক্তি — যার মধ্যে বিদগ্ধ কবির কৌতুকরসসিক্ত মানসিকতার পরিচয় নিহিত ঃ

সেই বরযোগ্যা-কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা।।

গুজরাট নগরে প্রজাপত্তন অংশে বিভিন্ন জাতির পরিচয় প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজের পরিচয় দানে কবির কৌতুক বোধ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না ঃ

আপন টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত।

পারাবত ক্রীড়ার সময় খুল্লনার সহিত ধনপতির কথোপকথন অংশে ঃ

তুমি ত রাজার সাধু কে তোমাতে টুটা।
তবে দিব পারাবত দাঁতে কর কুটা।।
পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্যগতি।
এ কন্যার পিতা বুঝি সাধু লক্ষপতি।।

ধনপতির বিবাহ উপলক্ষ্যে বর ও বরযাত্রীর গমন অংশেও সেই কৌতুকরসের পরিচয় ঃ

দুই দলে ঠেলাঠেলি চুলাচুলি গালাগালি
বরাতি দেউড়ি দেউড়ি নাহি ছাড়ে।

(সাত) কবিকঙ্কণের বাগ্‌ভঙ্গির বিশিষ্টতা তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বকে সূচিত করে। উজ্জ্বল, শাণিত, মার্জিত বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগে কবিকঙ্কণ অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। গভীর ভাবের ভাষা হয় সহজ সরল। যেমন, কৌলীন্য বিড়ম্বিত সমাজের ক্ষুব্ধ আর্তনাদ গৌরীর একটি মাত্র উক্তিতে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে ঃ 'দুঃখ যৌতুক দিয়া বাপ বিভা দিল গৌরী।' খুল্লনার ছাগ অন্বেষণ প্রসঙ্গে সুন্দর উপমা প্রয়োগ ঃ

অচেতন হয়ে কান্দে হারায়ে সর্ব্বশী।
লোচনের লোহেতে মলিন মুখশশী।।